যায়যায়দিন

তারিখ 5 MAY 2009

ডিজিটাল যুগে চবি থেকে বছরে বের হচ্ছে কয়েক হাজার এনালগ স্টুডেন্ট

কামরুজ্জামান বাবলু চবি সংবাদদাতা

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার থাকলেও পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় তথ্য প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ হাজার শিক্ষার্থী। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির এ যুগে পিছিয়ে পড়ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবী হয়েও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান কম থাকায় চাকরির বাজারে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো সুবিধা করতে পারছে না এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ হাজার ৯৪২ শিক্ষার্থী এবং প্রায় ৭০০ শিক্ষকের জন্য মাত্র ১ হাজার ২০০ কম্পিউটার এবং তাতে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। বেশিরভাগ বিভাগেই কম্পিউটার বিষয়ক কোনো কোর্স এবং কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা না থাকায় ডিজিটাল যুগেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনালগ হয়ে প্রতি বছর বের হচ্ছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও সংশ্লিষ্টরা। বর্তমানে বাণিজ্য অনুষদের চারটি বিভাগের প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৩০০ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীদের সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া রয়েছে। আবার কম্পিউটার ল্যাবগুলো সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকায় ক্লাস শেষ করে ল্যাব ব্যবহারের সুযোগ পায় না শিক্ষার্থীরা। তবে অনুষদের সব শিক্ষক ভোগ করতে পারেন কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা।

বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে একদিন কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পেলেও কলা, বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা সেটুকু সুবিধাও পায় না। কলা অনুষদের পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য এক্সিম ব্যাংকের সহায়তায় ডিন অফিসের পাশে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছিল দুই বছর আগে। বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় সেটিও বন্ধ রয়েছে। তবে অচিরেই এটি চালুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা যায়। এ অনুষদের সব শিক্ষক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর কাজি মোস্তাইন বিল্লাহ বলেন, 'সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্থিক অনুদান না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে তথ্য প্রযুক্তিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অনেক পিছিয়ে পড়ছে। তবে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা চলছে'।

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের প্রায় ২০০ কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। এ অনুষদের কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ছাড়া প্রত্যেক বিভাগে কম্পিউটার ল্যাব চালু রয়েছে বলে জানান, ডিন প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষক-ছাত্র সবার পড়ালেখাই তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট না থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েও পর্যাপ্ত প্রযুক্তি জ্ঞান না থাকায় চাকরির বাজারে সুবিধা করতে পারছে না আমাদের শিক্ষার্থীরা। এজন্য সরকারের অনুদান দরকার বলে জানান তিনি। সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থীও কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আতিকুর রহমান

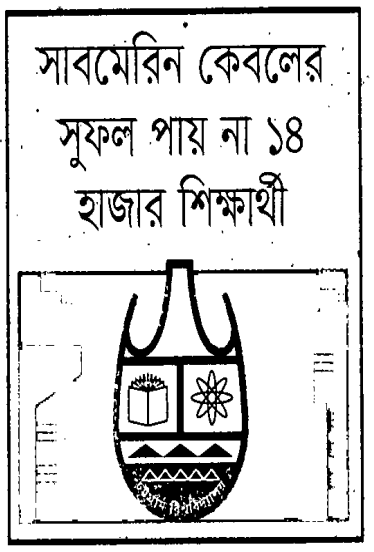

জানান, এ অনুষদের সব বিভাগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ নেই। ২ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ২০টি কম্পিউটার রয়েছে। এসব কম্পিউটার এমফিল ও পিএইচডি গবেষণারত শিক্ষার্থীদের ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তিনি জানান, প্রত্যেক বিভাগের জন্য প্রথমবর্ষে ৫০ নাম্বারের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে আর্থিক সমস্যার কারণে পর্যাপ্ত কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ দেয়া যাচ্ছে না। এদিকে বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত কম্পিউটার নেই। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার না করার কারণে পিছিয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ ও বনবিদ্যা এবং মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজ ইন্সটিটিউটের কয়েক শিক্ষক যায়যায়দিনকে জানান, বর্তমানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় নতুন বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের ঠিকভাবে পড়ানো যাচ্ছে না। এজন্য শিক্ষক-ছাত্র সবাইকে ইন্টারনেটের আওতায় আনা জরুরি।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ সালে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি কম্পিউটার সেন্টারে ২০টি কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যবহার শুরু হয় তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক আবিষ্কার কম্পিউটারের। এ সময় টেলিফোন সংযোগের মাধ্যমে (ডায়াল-আপ) ১৫টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। তখন ইন্টারনেটে গতি ছিল ৫৬ কেবিপিএস (কিলো বিট পার সেকেন্ড)। ২০০৩ সালে ভি-সেট পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও অফিসের ৫০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়, যার গতি ছিল ১২৮ কেবিপিএস। তখন ৫০টি কম্পিউটারের ইন্টারনেট সংযোগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা বিল পরিশোধ করতে হতো।

সর্বশেষ ২০০৬ সালে ২৪ জুলাই সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে বেড়ে যায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এর ফলে ইন্টারনেটের গতি বেড়ে দাঁড়ায় ২০৪৮ কেবিপিএস বা ২ এমবিপিএস। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ২০০ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিল পরিশোধ করতে হয় মাত্র ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু ই-ওয়ান পোর্টের মাধ্যমে সংযোগ দেয়ায় তা হয় অত্যন্ত ধীরগতির। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, কিছু দিনের মধ্যে ইন্টারনেটের গতি চার এমবিপিএস বৃদ্ধি করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারনেটের ব্যাপক চাহিদার কারণে কিছু দিনের মধ্যে ডিজিটাল ডাটা নেটওয়ার্কের (ডিডিএম) মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে প্রশাসন। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্টানেটের গতি হবে ১০০ থেকে ৪০০ এমবিপিএস। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাহাদাতা হোসেন যায়যায়দিনকে বলেন, ডিডিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যাপারে বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে দেখা হচ্ছে। বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলমের নির্দেশে আমরা অতিদ্রুত এ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এর সংযোগ প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি এবং ব্যয়বহুল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিডিএম পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার ইন্টারনেট ব্যবহারের চাহিদা পূরণ করা যাবে। মাসিক বিলও বর্তমানের চেয়ে খুব বেশি হবে না।